

ভারতে সাতবাহনদের রাজনৈতিক গুরুত্ব তুমি কীভাবে নির্ধারণ করবে?
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করে বিষয়টি আলোচনা করো।

II(b) - Satavahana

সাতবাহনদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাঁদের আমলের লিপি, মুদ্রা, এবং সাহিত্যকীর্তি থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

সাতবাহন শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক। কিন্তু রাজারা এমন কোনও উপাধি গ্রহণ করতেন না যা থেকে তাঁরা ভগবান প্রদত্ত রাজ ক্ষমতায় বিশ্বাসী—এমন কোনও সমর্থন মেলে। তাঁরা স্বৈরাচারী রাজ ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই রকম কোনও ক্ষমতা প্রয়োগও করতেন না। তাঁরা তাঁদের রাজক্ষমতা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন ও প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী প্রয়োগ করতেন।

রাজা বা সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে, তিনি সর্বপ্রধান সেনাপতি এবং সেই সূত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিই সৈন্য পরিচালনা করতেন। উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, প্রজার মঙ্গল সাধন ছিল শাসনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক এবং সাতবাহন রাজত্বকালে ভ্রাতৃ বিরোধের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারী হতেন। এই কারণে তাকে যুবরাজ হিসাবে অভিষিক্ত করার রীতি ছিল। প্রদেশে শাসকরা যুবরাজদের মধ্যে থেকেই নিয়োগ করা হতো। উত্তরাধিকারী নাবালক থাকলে রানিমা অথবা মৃত রাজার ভাই রাজ প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকার্য চালাতেন। এইরকম রাজ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মা গৌতমী বলশ্রী।

সাতবাহন সাম্রাজ্য একাধিক প্রশাসনিক স্তরে বিন্যস্ত ছিল। রাজার সরাসরি অধীন রাজ্যাংশ জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলি ছিল আহর বা জেলায় বিভক্ত। জনপদের শাসনকর্তা ছিলেন যুবরাজ, প্রত্যেক আহর ছিল এক একজন 'অমাত্য'

নামক কর্মচারীর অধীনে। অমাত্যদের কিছুকাল পর পর এক আহর থেকে অপর আহরে বদলি করা হতো যাতে তাদের মধ্যে একই জায়গায় থাকবার ফলে দুর্নীতি প্রবেশ করতে না পারে।

প্রত্যেক আহর আবার কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল এক-একজন গামিকের অধীন। জনপদের শাসনকর্তা, আহরের অমাত্য প্রভৃতি রাজা স্বয়ং নিয়োগ করতেন।

এ ছাড়া মহাসেনাপতি, মহাভোজ, মহারথী, ভাণ্ডারিক, হেরানিক অর্থাৎ খাজাঞ্চি, নিয়মধারক অর্থাৎ সব কিছু নথিভুক্ত করবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী, প্রতিহার, দূত প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হতো।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, পুলুমায়ী প্রভৃতি রাজগণের লিপি, প্রশস্তি থেকে সাতবাহন শাসনব্যবস্থা যে জনকল্যাণকর ছিল সে বিষয়ে জানতে পারা যায়। ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি তিনি সদাশয়। সাতবাহন প্রশাসন হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন ও মানবতার উপর নির্ভরশীল ছিল বলে দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় মানুষজন বিশেষ যত্ন পেত।

অনেকে বলেছেন, পশ্চিম এবং উত্তর দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্যগুলি গড়ে উঠেছিল সেগুলি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ‘সেতুরাজ্য’, এই অবস্থান, একদিক দিয়ে তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা এর ফলে তারা যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃত পক্ষে সাতবাহন রাজ্যের উত্থান এমন সময়ে হয়েছিল, যখন উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের যোগাযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। সাতবাহন রাজ্যকে তাই উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে দ্রব্য ও ভাব বিনিময়ের প্রথম বাহন হতে হয়েছিল।

এই মৌর্য পরবর্তী সময়ে উজ্জ্বল সাফল্যের নিদর্শন সাতবাহনরাই রেখেছিল। মৌর্যদের পর বিক্ষ্য পরবর্তী অঞ্চলে দু’টি শক্তি প্রাধান্য লাভ করেছিল। একটি কলিঙ্গের চেদি অথবা চেত বংশ, অন্যটি উত্তর-দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশ। চেদি বংশের অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে সাতবাহন বংশ প্রায় চার শতাব্দীর বেশি সময় রাজত্ব করেছিল।

I. Gautamiputra Satakarni: Gautamiputra Satakarni was the greatest of the Satavahana rulers who achievements inaugurated a happy and fruitful century of Satavahana rule after the long spell of obscurity and ignominy due to the foreign invasions. "We have a wealth of materials about Gautamiputra Satakarni's rule in the Nasik *Prasasti* inscribed by his mother *devi* Balasri, years after his death which is in the nature of a funeral oration by a disconsolate mother."

Gautamiputra Satakarni restored the fortune of the Satavahana dynasty which seems to have been submerged beneath a wave of Scythian invasion. First sixteen years of Gautamiputra's reign seem to have been spent in preparation for an all-out attack upon the Kshaharata power, i.e., Sakas of the Kshaharata dynasty. He inflicted a crushing defeat upon the Saka chiefs of Malwa and Kathiawar peninsula. He thereby not only recovered his ancestral dominions in the Deccan, but also conquered large territories in Gujrat and Rajputana.

His military success has been described in Nasik *Prasasti* of his mother Queen Gautami Balasri or *devi* Balasri wherein he is described as a unique Brahmana who totally uprooted the Kshaharata dynasty and extirpated the Sakas, Yavanas, that is, the Greeks and the Pahalvas, i.e., the Paithians. He is also described as the lord of many countries including Northern Kankan, Anupa and Kukura. He totally defeated Kshaharata ruler Nahapana and having driven him out of Maharashtra struck coins in his own name and put them into circulation.

Under Gautamiputra Satakarni the Satavahana empire became a vast and formidable power. The empire comprised not only the Satavahana provinces of Eastern Malwa, Western Malwa, the Namada Valley, Berar, Northern Maharashtra, Northern Konkan but also Western Rajputana, Surashtra. Gautamiputra has been styled as the Lord of the Vindhyas meaning the central Eastern Vindhyas as well as Satpura hill, Western Vindhyas and the Aravalli, Travancore hills, Eastern and Western Ghats, as well as other mountain ranges encircling the peninsula of South India. Gautamiputra's epithet *tri-Samudra-toya-pita-vahana*, i.e., one whose chargers drank waters of

the three seas in the east, west and south, that is, the Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean shows the vastness of his empire.

Gautamiputra Satakarni is described as "a handsome person with a charming and radiant face with beautiful gait and with muscular and long arms". He is described as obedient to his mother, reluctant to hurt even his offending enemy, of good manners, a repository of all virtues and good fortune and fountain of good manners. As a King he was "obeyed by the circle of all Kings". He was solicitous of the welfare of his subjects with whose woes he sympathised, helped all people, high or low, levied taxes justly and prevented intermingling of four castes, in order to prevent the growth of sub-castes. The poor, weak and the suffering came in for his immediate attention.

Gautamiputra was great in war but was greater still in peace. He combined his military genius with statesmanship and with a resolute sense of public duty. He was instructed in all branches of learning that make an efficient ruler. He based his administration on the twin foundations of *Sastric* injunctions and humanism. Towards the end of his reign Gautamiputra either due to his military preoccupations or illness shared the responsibility of administration with his mother *devi* Balasri.

He was the first Satavahana King who adopted the vedic metronymic Gautamiputra which was followed by his successors. There are three Vedic *gotras*, Vasistha, Gautama and Mathara followed by the Satavahanas. Satakarni's metronymic was derived from Gautama.

The adoption of metronymics of only three referred to above was the result of cross-cousin marriages among the Satavahanas.

Gautamiputra Satakarni appears to have lost most of the districts he had conquered from the Kshaharatas to the Kardamakas who were another dynasty of the Sakas. The Junagarh inscriptions of Rudradamana corroborate the loss of territories by Gautamiputra to the Kardamakas. The same inscription shows that most of the territories which Gautamiputra had conquered from Nahapana came under the possession of Rudradamana.

Some scholars suggest that Gautamiputra Satakarni was identical with Vikramaditya of Indian tradition. But this is not acceptable because Gautamiputra Satakarni was of Pratisthana and Vikramaditya of Ujjaini and there is nothing to show that Gautamiputra had assumed the title *Vikramaditya*, nor had he founded any era known as *Vikrama-Samvat*.